তারিখ ... 12 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# কলেজ জাতীয়করণ ও একটি প্রস্তাব

ইতোমধ্যে ৪৫টি কলেজ সরকারি করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন আছে ১৫টি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পেয়েছে ১৯৯টি এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় আরো ১০২টি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সরকারি কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭৯টি। অর্থাৎ প্রক্রিয়াধীন কলেজগুলোর জাতীয়করণ শেষ হলে দেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা ২০০৯ সালের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি হবে। এসব কলেজের মাধ্যমে বর্তমানে যত শিক্ষক সরকারি কলেজগুলোতে কর্মরত আছেন তার প্রায় সমান সংখ্যক শিক্ষক আত্তীকৃত হবেন। এতে নব-আত্তীকৃত, বর্তমানে সরকারি কলেজে কর্মরত এবং ভবিষ্যতে যারা বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষকতায় আসবেন—তাঁরা পড়বেন পদোন্নতির দীর্ঘ জটে।

বর্তমান পদবিন্যাসে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে আসা কর্মকর্তারা ১০ বছর চাকরি করেও একটি পদোন্নতি পাচ্ছেন না। আরো সাড়ে তিন শ কলেজের শিক্ষকরা এসে জুটলে সংকট আরো গুরুতর হবে। কারণ এসব কলেজে প্রচুর এন্ট্রি পোস্ট থাকলেও উচ্চতর পদ কম। এরা আগের (বর্তমানে যেসব সরকারি আছে) কলেজগুলোর সৃজিত উচ্চতর পদেই চাপ সৃষ্টি করবে। রাতারাতি হাজার হাজার পদ তৈরিও সম্ভব নয়।

ইতোমধ্যে আত্তীকরণের ব্যাপারে একটি অনুশাসন জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আত্তীকৃত কলেজের শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না। কিন্তু পদোন্নতির পর কী হবে সেটা অনুশাসনে উল্লেখ নেই। পদোন্নতির পর তো এই শিক্ষকদের বদলি ঠেকানো যাবে না। এছাড়া সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুশাসনও লংঘনেরও আশঙ্কা রয়েছে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলেজগুলো সরকারি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে বিসিএসের মাধ্যমে আমরা যারা শিক্ষকতায় এসেছি, তারা মোটেও জাতীয়করণের বিরোধী নই, বরং আত্তীকরণ কার্যক্রমকে সফল করার লক্ষ্যে একটি সুপারিশ রাখতে চাই। যেহেতু আত্তীকৃত শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আমাদের থেকে পৃথক, তাই তাদের পদোন্নতি ও চাকরির ক্ষেত্র পৃথক করা হোক। তাহলে তাদের কনিষ্ঠদের অধীনে চাকরি করার প্রয়োজন হবে না, আমাদেরও অনাকাঙ্ক্ষিত পদোন্নতির জটিলতার পড়তে হবে না। তারা তাদের কলেজে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি নেবে, পুরনো কলেজগুলোর সৃজিত পদগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না। এছাড়া অনুশাসনও একটি আইনি ভিত্তি পাবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রকল্পে চালু হওয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোকে জাতীয়করণ করার পর অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। নিয়মিত চাকরিতে আসা ও আত্তীকৃতদের পৃথকভাবে পদোন্নতি ও পদায়ন দেওয়া হচ্ছে। নব-আত্তীকৃত কলেজগুলোর ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এই নীতিমালা অনুসরণ করা যায়। তাতে দুই পক্ষেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে।

মিতালী দেব,
সেন্ট্রাল রোড, মৌলভীবাজার